

দবিষচক্শু

মানুষের দুটি চোখ থাকে চর্মচক্শু বলে যে চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীর এই সমস্ত রূপ দেখতে পাই স্থূল জগতের সমস্ত দেখতে পারি একে চর্মচক্শু বলে এছাড়াও শাস্ত্র অনুসারে আরো পাঁচ রকম অলৌকিক চক্শুর কথা জানা যায়, তারমধ্যে

1. অনাহত চক্র যখন কোন সাধক ভেদে করে ঈশ্বরের উপর সমর্পণ ভাবনা নিয়ে বিশুদ্ধ চক্রে ওঠে তখন তার প্রথম দবিষচক্শু খুলে তার নাম হলো মানস চক্শু মানস চক্শু সাহায্যে বাতাস মন্ডলের সুক্ষ কণা, প্রতে শরীর, সুক্ষ্ম শরীর, বাতাস মন্ডলে ঘোরাফেরা করে সেই রকম কোন দেবতা অপদেবতা যোগী তাদের--এই চোখেই দেখতে দেখা সম্ভব.

2. বিশুদ্ধ চক্র ভেদে করে যখন কোন যোগী মস্তক গ্রন্থিতে উপস্থিতি হয়, তখন মস্তক গ্রন্থি থেকে কুটস্থ রূপী তৃতীয়, নয়নকে বা দবিষচক্শুকে দেখতে সমর্থ হয়. এছাড়াও বহির্জগতে দৃষ্টি দিলে সে বহির্জগতে অনেকে দূর দূরান্ত পর্যন্ত এই চোখেই দেখতে সমর্থ হয়. একে কউ কউ আকাশ চক্শু বা বজ্র্জ্ঞান চক্শু বলে থাকে

3. কুটস্থই হল দবিষচক্শু যেটি দেখতে হুবহু আমাদের এই চর্মচক্শু মতন কিছুটা কিন্তু এটা এক চক্শু এবং কপালে ভ্রুর মাঝখানে থেকে কপাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটা লম্বালম্বি অবস্থিতি

তার সাধন স্থানে গিয়ে সেই দেখার শক্তি লাভ করে কিন্তু সেটা নয়ন চোখেই মতন দেখতে নয়. একমাত্র এই তৃতীয়, চোখটাই নয়ন বার চোখেই মতন দেখতে সেইজন্য এটাকেই মূল তৃতীয়, নয়ন দবিষচক্শু বলে অন্যন্য চক্শুগুলো দেখবার ক্ষমতা দেয়. কিন্তু তাদের আকার নয়ন বা চোখেই মতন নয়. সেই জন্য সে গুলোকে নয়ন বলা হয়না কিন্তু সেই স্থানে গেলে অনেকে কিছু দেখতে সমর্থ হয়. বলে সেগুলোকেও চক্শু বলা হয়েছে মূলত আমাদের এই চর্মচক্শু মতনই দেখতে মূলটি চক্শুই আছে সেইজন্য এটাকেই তৃতীয়, নয়ন বলা হয়.

কুটস্থ এর যে দবিষচক্শু যা একদম নয়ন বা চোখেই মতন দেখতে এবং আমাদের আত্ম তত্ত্ব কে বা আমাদের আত্ম স্বরূপকে দেখতে সমর্থ যার ফলে আমাদের জন্মান্তর জন্ম-মৃত্যু চক্রকে কাটিয়ে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ করে সেইজন্য এই দবিষচক্শু এই শাস্ত্রে খুব গুরুত্ব দিয়ে তৃতীয়, চক্শুর কথাই বলা হয়েছে

4. চক্র ভেদে করে গুরুচক্র থেকে সহস্রারচক্র পর্যন্ত যে দবিষ জ্ঞান দবিষদৃষ্টি প্রদান করে সেই চক্শুর নাম পরা চক্শু - শাস্ত্র অনুসারে চতুর্থ দবিষচক্শু

5. পরে নির্বীজ সমাধি লাভ হলে কোন যোগীর মহান ত্রিকালজ্ঞ সর্বজ্ঞ সর্বজ্ঞাতা সর্বগ্রাহী সর্বগ্রহীতা এবং সর্বঅন্তর্যামী, সর্বভাষাবিদ, সর্ব ভাবজ্ঞাতা, সর্ব কর্মজ্ঞাতা, এর কর্মগতি, সৃষ্টি স্থিতি পালন মৃত্যুঞ্জয়. দাতা শক্তি প্রদান করে তাকে তুরীয়, চক্শু বলা হয়.-- এই অবস্থায় কোন যোগী সাধনার দ্বারা প্রস্তুত তাকেই ষড়শৈবর্য সম্পন্ন ভগবান বলা হয়. যমেন ভগবান বুদ্ধ, ভগবান রামকৃষ্ণ, ভগবান লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ... ইত্যাদি এই স্থিতি লাভ হয়. এবং ইহাকেই সর্বশেষ এবং চরম এবং পরম চক্শু-- ইহাই পঞ্চম

চক্ষু তুরীয়. চক্ষু

